দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21-DEC-2013 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শিক্ষাখাতে অনভিপ্রেত বদলি বাণিজ্য

দেশ অস্থির হইলে কী হইবে, তলে তলে দুর্নীতির সংস্কৃতি চলমান রহিয়াছে। সারাদেশ যখন রাজনৈতিক কাজিয়া-ফ্যাসাদ লইয়া পেরেশান, অগ্নি আর বারুদে যখন মানুষ দগ্ধ হইতেছে, দুর্নীতির ফণা হইতে তখনও বিষ ঝরিতেছে। আর বরাবরের মতোই ইহাতে অগ্রগামী শিক্ষা খাত। রাজনৈতিক অস্থিরতার এই সময়ে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ডাকিয়া আনিয়া ঘুষ দাবি করিবার অভিযোগ উঠিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। সরকারি কলেজের পাঁচ শতাধিক শিক্ষককে কোনো স্থানে পদায়ন না করিয়া, তাহাদের অনিশ্চয়তায় ঝুলাইয়া রাখিয়া, নিয়মিত মাসোহারা আদায় করিতেছেন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তারা— ভুক্তভোগী শিক্ষকেরা এমনই অভিযোগ করিয়াছেন। ক্ষমতার এইরূপ অপব্যবহার অত্যন্ত নিন্দনীয়, ঘুষ-উৎকোচের এই সংস্কৃতি পরিত্যাজ্য।

জ্ঞান, ন্যায্যতা কিংবা সততার বাণী বহন করে যেই শিক্ষাকার্যক্রম, তাহার দেখভালকারী প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে বরাবরই অনিয়ম আর দুর্নীতির অভিযোগ উঠিয়াছে। বিশেষত শিক্ষকদের বদলি, প্রমোশন কার্যকর, পেনশনের অর্থ উত্তোলন ইত্যাদি নানান ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা ভবনে ব্যাপক দুর্নীতির কথা শোনা যায়। বলা যায়, দুর্নীতি এইখানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করিয়া আছে। শিক্ষকরা তাহাদের কাঙ্ক্ষিত স্থানে বদলির জন্য উচ্চপর্যায়ে তদবির করিয়া থাকেন। বিশেষত ঢাকা কিংবা এইরূপ বড় শহরে বদলির আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় উচ্চমূল্যের অর্থের বিনিময়ে। খাতটি শিক্ষা, তাই ইহাতে যেকোনো রকমের ঘুষ-দুর্নীতিই শিক্ষার দিকটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তবে মহাজোট সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সাফল্যও রহিয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের নেতৃত্বে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করিয়াছে, প্রাথমিক পর্যায় ছাড়াও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ শুরু করিয়াছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করিয়াছে, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা কার্যক্রম চালু করিবার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হয়রানি কমাইয়াছে, কোচিং সংস্কৃতি বন্ধে সরকারের উদ্যোগ বিষয়টিকে নির্মূল করিতে না পারিলেও এক ধরনের সচেতনতা বাড়াইয়াছে। কিন্তু এইসকল সাফল্য অনেকক্ষেত্রে ম্লান হইয়া গিয়াছে সন্ত্রাস নামক পুরানা এক ব্যাধির কারণে। দুর্নীতিও আরেকটি ব্যাধি যাহাকে সরকার নির্মূল করিতে পারে নাই। পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক খবরটি ইহার প্রমাণ।

জানা গিয়াছে, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের বেশকিছু শিক্ষককে দেশের মফস্বল এলাকায় বদলির ভয় দেখাইয়া মন্ত্রণালয়ে ডাকিয়া আনা হইতেছে। তাহাদের নিকট হইতে নানাভাবে আদায় করা হইতেছে মোটা অঙ্কের ঘুষ। ঘুষ না প্রদান করিলে তাহাদের পাঠাইয়া দেওয়া হইবে দূরের কোনো মফস্বলে। বাধ্য হইয়া তাহারা ঘুষ দিতেছেন। অনুসন্ধানে ইহাও জানা গিয়াছে যে, এইরূপ ভোগান্তির শিকার কেবল বিসিএস ক্যাডারের শিক্ষকরা নহে, বেসরকারি ও মাদ্রাসার শিক্ষকরাও নাজেহাল হইতেছেন। একদিকে দেশমাতৃকা যখন অবরোধে অবরোধে দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে তখন মন্ত্রণালয়ের কিছু কর্মকর্তার শিক্ষকদের ডাকিয়া আনিয়া জোরপূর্বক অথবা কৌশলে উৎকোচ গ্রহণ অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয়। শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে শিক্ষাখাতে অনেক পরিবর্তন আসিলেও উচ্চ হইতে নিচ, শিক্ষাখাতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির যে অধিষ্ঠান, তাহা দূর হয় নাই। দুর্নীতির এই সর্বব্যাপী থাবা যেমন একদিনে বিস্তার হয় নাই, ইহাকে দূর করিতেও দীর্ঘ লড়াই করিতে হইবে। তাহার লড়াই নিজ ঘরেই যে সমাপ্ত হয় নাই।